বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় ঢাকাবাসী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। মুজিব বর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রথমেই আল্লাহ্ রাব্বুল আল-আমীনের শুকরিয়া আদায় করি। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী ইশতেহার ২০২০ ঘোষণার প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামান-কে। শ্রদ্ধা নিবেদন করি মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী সকল শহীদদের প্রতি। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফতিলাতুন্নেছা মুজিব, আমার পিতা শেখ ফজলুল হক মনি ও মা শামসুন্নেছা আরজু মনি সহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট কালোরাতে নিহত সকলকে। শ্রদ্ধা জানাই সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।

ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ড আমাকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করায় আমি কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি এবং আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সকল নেতৃবৃন্দের প্রতি।

জাতির সকল সংগ্রাম, সকল মহৎ অর্জন এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র আমাদের এই প্রাণের ঢাকা। ঢাকাকে কেন্দ্র করে এবং ঢাকা'র নেতৃত্বেই বিকশিত হচ্ছে বাংলাদেশ। তাই ঢাকার নাগরিক হিসাবে আপনাদের মত আমিও গর্বিত। ঢাকা আমাদের আবেগ, ভালবাসা ও গর্বের শহর । রক্তস্নাত লড়াই-সংগ্রাম ও প্রতিবাদের শহর। মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের সকল গৌরবময় অর্জনের অম্লান স্মৃতি মিশে আছে ঢাকা জুড়ে।

এই ঢাকা-তে আমি আমার পিতা-মাতা কে হারিয়েছি, শৈশব এবং কিশোর জীবন কাঁটিয়েছি, পড়াশুনা- খেলাধুলা করেছি, বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিয়েছি-বেড়ে উঠেছি এবং পরবর্তীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আজ বৃহৎ পরিসরে সেই ঢাকাবাসীর সেবার লক্ষ্যে মেয়র পদে প্রার্থী হয়েছি।

আমার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই ২০০৮ সালের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমি ঢাকা ১০ (ধানমন্ডি-হাজারীবাগ-কলাবাগান-নিউমার্কেট) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। উক্ত এলাকার মানুষ অনেক ভালোবাসা-আদর-স্নেহে আমাকে নিজ সন্তান-আপনজন হিসেবে আলিঙ্গন করে নিয়েছিলো, আস্থা রেখেছিলো। সেবা করার সুযোগ দিয়ে তিন মেয়াদে আমাকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেছিলো।

সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় এলাকাবাসীর জন্য শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়, শহীদ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যলয় ও শহীদ বুদ্ধিজীবী ডঃ আমিন উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন ও শহীদ শেখ ফজলুল হক মণি শিক্ষা বৃত্তি ট্রাস্ট/শহীদ শামছুন্নেছা আরজু মণি শিক্ষা বৃত্তি ট্রাস্ট প্রবর্তন করি। ধানমন্ডি শাহী ঈদগাহ এর ঐতিহ্য পূর্নবহালসহ এলাকার ১২০টি মসজিদের উন্নয়নে শরিক হওয়া; নারী শিশুদের সু-চিকিৎসায় শহীদ শামছুন্নেছা আরজু মনি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। হাজারীবাগ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন প্রতিষ্ঠা। নতুন ৭টি ভবন নির্মাণ করে স্ক্যাভেঞ্জার্সদের আবাসনের সুব্যবস্থা। নিউ মার্কেট এলাকার ফুটপাত দখলমুক্ত ও নিউ মার্কেটের ঐতিহ্য বজায় রেখে সৌন্দর্য বর্ধন। পানির পাম্প স্থাপন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন কার্যক্রম সহ গত তিন মেয়াদে আমি নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করতে।

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সকলের সমর্থনে চেষ্টা করেছি এক এক করে প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধান করতে। কিন্তু রাজধানী ঢাকায় সংসদ সদস্য হিসেবে নাগরিকদের মৌলিক সুবিধা ও উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সিটি কর্পোরেশনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। তাই এই ঢাকাবাসীর জন্য বৃহৎ পরিসরে কাজ করার এবং তাদের মৌলিক নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার তাগিদ বোধ করেছি ।

আমাদের ঢাকায় রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বক্তৃতার স্মৃতিবিজড়িত রেসকোর্স ময়দান (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান), সংগ্রামের চির প্রেরণার উৎস ভাষা শহীদ মিনার, বঙ্গবন্ধুর বাসভবন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর, বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালনের উৎসস্থল ও প্রধান কেন্দ্র রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতার স্মারক 'শিখা চিরন্তন ও স্বাধীনতার স্মৃতিস্তম্ভ', প্রাচীন লালবাগ দূর্গ, বড় কাটারা-ছোট কাটারা, আহসান মঞ্জিল-নবাব বাড়ি, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, দৃষ্টি নন্দন তারা মসজিদ, হোসেনী দালান ইমামবাড়া, কমলাপুর রেল স্টেশন, সদরঘাট লঞ্চঘাট। সনাতন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঢাকেশ্বরী মন্দির, খ্রিস্টানদের প্রধান উপাসনালয় সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল, আর্মেনিয়ার গির্জা, বৌদ্ধ বিহার এবং শিখদের গুরুদুয়ারাটিও ঢাকা দক্ষিণে অবস্থিত।

ঢাকার সব গৌরব ও অহংকার রয়েছে ঢাকা দক্ষিণ জুড়ে। বঙ্গভবন, ঢাকার জিরো পয়েন্ট, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়, জজকোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট-জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা ইন্সটিটিউট, গণগ্রন্থাগার, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, শিল্পকলা একাডেমী ঢাকা দক্ষিণে অবস্থিত। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, পাইকারী ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র সোয়ারি ঘাট, ইসলামপুর, নবাবপুর, সদরঘাট, চকবাজার, বংশাল, নয়াবাজার, নিউমার্কেট ইত্যাদিও ঢাকা দক্ষিণে অবস্থিত।

ঐতিহ্যে-সুন্দর-সচল-সুশাসিত-উন্নত ঢাকা'র পথে পথচলায় আমার পাঁচটি রূপরেখা:

সময় হয়েছে ঘুড়ে দাঁড়ানোর, নতুন পথে যাত্রা শুরু করার। ঢাকা উন্নয়নের জন্য এখন দরকার সঠিক নেতৃত্ব। অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, অনেক অবহেলা, গাফিলতিতে ঢাকা অপরিকল্পিত ও দূষণ আক্রান্ত নগরী হয়ে গেছে। ঢাকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আপনাদের সমর্থন ও ভোটে মেয়র নির্বাচিত হলে পাঁচটি রূপরেখা নিয়ে অগ্রসর হতে চাই।

১। ঐতিহ্যের ঢাকা: চারশত বছরের পুরনো আমাদের এই ঢাকার রয়েছে নিজস্ব ইতিহাসের উজ্জ্বল ছবি, ঐতিহ্যের গভীর শেকড় ও প্রত্নতাত্বিক গুরুত্ব। পর্যটনের জন্যও হতে পারে অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্র। এখানে ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদও অনন্য। সাংস্কৃতিক ধারায় রয়েছে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আয্হা, পহেলা বৈশাখ, ঘুড়ি উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি-সহ অজস্র উৎসব। আমি নির্বাচিত হলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকাকে 'ঐতিহ্য প্রাঙ্গণ' হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সকলকে নিয়ে সমন্বিত প্রয়াসে যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি নির্মাণ ও প্রদর্শনীসহ নগরীর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপনা সংরক্ষণে মহাপরিকল্পনা ও সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যকে পুনরদ্ধার ও সংরক্ষণ করে ঢাকা-কে তার স্বকীয় গৌরবে সাজিয়ে তুলে ধরবো বিশ্ব দরবারে।

২। সুন্দর ঢাকা: বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা দুই নদীর অববাহিকায় পত্তন হওয়া আমাদের এই ঢাকা, এমন শহর পৃথিবীতে বিরল! সুন্দর ঢাকা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উদ্যান নির্মাণ, সবুজায়ন, ছাদবাগানে উৎসাহ, পরিবেশ বান্ধব স্থাপনা বৃদ্ধি, বায়ু ও শব্দ দূষণ রোধ করাসহ শরীর ও চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, শরীর চর্চা কেন্দ্র এবং নারী-শিশু ও প্রবীণদের জন্যে হাঁটার উন্মুক্ত স্থান, আধুনিক মানের কমিউনিটি সেন্টারের ব্যবস্থা। সর্বসাধারনের সুবিধার্থে সাধারণ ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের ব্যবস্থা। দুঃস্থ-অসহায়দের কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বস্তি উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর

অন্তর্ভূক্ত করা। নির্মাণাধীন পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাসগুলোর নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন, নতুন পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণ ও তাদের নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হবে। খালগুলোর অবৈধ দখল উচ্ছেদ-খনন ও সৌন্দর্যবর্ধণ। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক নর্দমা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ও জলাধার সংরক্ষণ এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দৈনন্দিন ভিত্তিতে সড়কের উপর উন্মুক্ত আবর্জনার স্তুপ অপসারণ করা হবে। সড়ক থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকাটিকে সবুজায়ন, শিশুপার্ক, থিয়েটার হলসহ পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যার পাড় ঘিরে বনায়ন, বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনসহ ব্যাপক সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যেমে সুন্দর ঢাকা গড়ে তুলবো।

৩। সচল ঢাকা: যানজটের কারনে রাস্তায় চলাচল হয়ে উঠেছে দূর্বিসহ। সকালে বাসা থেকে বেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো ও ফিরে আসতে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়, বিশেষ করে কর্মজীবী নারীদের বিড়ম্বনা অপরিসীম। গণপরিবহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিছু রাস্তায় দ্রুত গতির যানবাহন, কিছু রাস্তায় ধীর গতির যানবাহন, আবার কিছু রাস্তায় শুধু মানুষ হাঁটার ব্যবস্থা করবো। নদীর পাড়ে থাকবে সুপ্রশস্ত রাস্তা, যেখানে পায়ে হেঁটে চলা যাবে, চালানো যাবে সাইকেল, চলবে রিক্সা ও ঘোড়ার গাড়ি। দ্রুতগামী যানবাহনের জন্য থাকবে আলাদা পথ, থাকবে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা। রাস্তা পারাপারের সুব্যবস্থাসহ নগর ঘুরে দেখার জন্য থাকবে 'হপ অন হপ অফ' বাস সেবা। থাকবে প্রয়োজনীয় সড়ক বাতি ও উন্নত প্রক্ষালণ কক্ষ। হকারদের তথ্যভান্ডার গঠন করে তাদের পূনর্বাসনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ফুটপাত দখলমুক্ত করা হবে। এভাবে গড়ে তুলবো আমাদের সচল ঢাকা।

৪। সুশাসিত ঢাকা: ঢাকায় একসময় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। মাদক নির্মূল, জুয়া, কিশোর অপরাধসহ নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়জনিত বিভিন্ন অপরাধ রোধসহ এলাকাভিত্তিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকর ও সংশোধন কেন্দ্র নির্মাণ করবো। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হবে বাংলাদেশে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথম দুর্নীতি মুক্ত সংস্থা। বছরের ৩৬৫ দিন, সপ্তাহের ৭ দিন, ২৪ ঘন্টা নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য খোলা থাকবে। মশকের প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস, মশক নিধনে দৈনন্দিন ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল-ডিসপেনসারী ও প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনসহ মাতৃসদন, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ। গৃহকর বৃদ্ধি হবে না। হত-দরিদ্র সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, বিনোদন ও চিকিৎসা সেবায় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন। অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে ফায়ার হাইড্রান্ট নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পাড়া-মহল্লায় অগ্নি নির্বাপন গাড়ি প্রবেশের কার্যকর পদক্ষেপসহ প্রয়োজনে নিজস্ব দমকল বাহিনী গঠন করা হবে। বছরের একটি সময় নির্দিষ্ট করে ঢাকা'র উন্নয়ন ও সেবার সাথে জড়িত সংস্থার কাছে তাদের বাৎসরকি কাজের চাহিদা পত্র আহ্বান করা হবে। কর্পোরেশন কোন রাস্তা নির্মাণের পরে অন্তত ৩ বছরের মধ্যে অন্য সংস্থা ঐ রাস্তা খনন করতে পারবে না। আইন, বিধি ও নীতিমালার কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে ঢাকা'র উন্নয়ন ও সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে সিটি কর্পোরেশনের নিকট সমন্বিতভাবে দায়বদ্ধ করা হবে। সপ্তাহের ১ দিন নগরবাসী মেয়রের সাথে আলোচনার সুযোগ পাবেন। ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেক্স স্থাপন। দায়িত্ব গ্রহণের ৯০ দিনের মধ্যেই মৌলিক সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করবো ইনশাআল্লাহ্।

৫। উন্নত ঢাকা: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ এর 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে উন্নত রাজধানী তথা উন্নত ঢাকা গড়ে তোলার বিকল্প নাই। অনেক সময় হয়তো পেরিয়ে গেছে; কিন্তু সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি। পাঁচ বছর মেয়াদী বিভিন্ন প্রকল্পসহ দেশী-বিদেশী

বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ত্রিশ বছর মেয়াদী মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে নগরীর উন্নতি সাধন, ইমারত নির্মাণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহন, নগর পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। নতুন ১৮টি ওয়ার্ডের জনগণের আধুনিক সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহনসহ প্রত্যেকটি সড়ক ও নর্দমার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মান নিরূপণ করে অন্তত দশ বছর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হবে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপ বিবেচনায় নিয়ে জমির যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য সুব্যবস্থাসহ ছাত্র ও কর্মজীবী মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হোস্টেল গড়ে তোলা হবে। জনগণকে প্রদেয় কর্পোরেশনের সকল সেবা যথা:- বাণিজ্য লাইসেন্স, জন্ম নিবন্ধনপত্র, প্রত্যয়নপত্র, গৃহকর, পৌরকর, আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কর সমূহ তথ্য প্রযুক্তিগত সেবার আওতায় আনা হবে। সকল ক্ষেত্রে অনলাইন সুবিধা সম্প্রসারন করা হবে। ঘরে বসেই কর এবং নির্ধারিত ক্ষেত্রে ফি পরিশোধ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। কর্পোরেশন পরিচালনায় তথ্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা প্রচলন করা এবং প্রতিটি ওয়ার্ডকে এর আওতাভুক্ত করা হবে। ২৪ ঘন্টা হেল্পলাইন এবং নাগরিক সেবা ও সমস্যা, সমাধানে প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ নগর অ্যাপ চালু করা হবে। সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় ই-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা। নগর ভবনে নিয়ন্ত্র কক্ষ রেখে বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও ফ্রি ওয়াইফাই। পর্যায়ক্রমে এসব বাস্তবায়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যসূচি গ্রহণ করা হবে। সর্বোপরি সিটি কর্পোরেশনের কার্যপরিধির আওতায় সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে সমন্বিত প্রয়াসে আমাদের উন্নত ঢাকা গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ।

আমাদের এই ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির আলিঙ্গনে, নানা গোত্র-বর্ণের সাংস্কৃতিক গৌরবময়তা ও ঐতিহ্যে মন্ডিত ঢাকা। এই ঢাকাতে জন্মেছি, বড় হয়েছি, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়েও স্বপ্ন দেখি এই ঢাকা-কে ঘিরে। ঢাকা বলতে আমার বেড়ে উঠা এই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকাকেই বুঝি। ব্যথাতুর হীম বুকে তাকিয়ে দেখি, এখানেই পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট কালো রাতে স্বপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সাথে হারিয়েছি আমার বাবা-মাকে। কিন্তু বিগত দিনে এখানেই পেয়েছি স্নেহ-ভালবাসা-বন্ধন। এই ভালবাসাকে পুঁজি করেই, স্বপ্নের উন্নত ঢাকা'র পথ চলায় আপনার আস্থা ও সমর্থন-ই আমার পাথেয়।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকাবাসী,

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবারের মত সরকার গঠন ও প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজধানী ঢাকার উন্নয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। তার উদ্যোগেই সৌন্দর্যশোভিত ও উন্নত ঢাকা মহানগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে তৈরি করা হয় একটি মহাপরিকল্পনা। ঢাকার সবগুলো সড়কে বিভাজক নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটার, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তন, স্বাধীনতা জাদুঘর, গ্লাস টাওয়ার, শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় চিত্রকলা, এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নির্মাণ ও ধানমন্ডি লেক সংস্কারসহ বহু উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়।

অতীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক শাসনামলে ঢাকায় দীর্ঘদিন নির্বাচিত মেয়র ও স্থানীয় সরকার ছিল না। ফলে ঢাকাবাসীর সমস্যা সংকট পুঞ্জিভূত হয়ে নগরবাসীর দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়েছে। এই জন্য বিগত সংসদ নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোটকে ঢাকাবাসী প্রত্যাখ্যানও করেছে।

২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট- সরকার গঠন করলে আবারও শুরু হয় ঢাকার উন্নয়ন। বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি, স্বাস্থ্য, জনগণের জীবনমান উন্নত ও প্রসারিত করার জন্য গণস্বার্থে গ্রহণ করা হয় নতুন নতুন প্রকল্প, শুরু হয় বাস্তবায়ন। শিক্ষা, আবাসন, যোগাযোগ, ডিজিটাল নাগরিক সুবিধাসহ বিভিন্ন প্রকল্পের অনেকগুলোই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিছু রয়েছে বাস্তবায়নের পথে। চোখের সামনে এখন দেশের প্রথম অহংকার ঢাকা'র মেট্রোরেল ও বিআরটি (বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট) চালু হওয়ার অপেক্ষায়।

এতদসত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ, যুগের চাহিদা, মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্খার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রয়েছে কিছু সমস্যা, তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন চাহিদা। এদিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বিবেচনায় ঢাকা দক্ষিণের সম্ভাবনার দিগন্ত আজ অবারিত। সব সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করে এগিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে অগ্রসর হওয়া আমাদের জন্য কঠিন কিছু নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় রয়েছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। বিশ্ব উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে বাংলাদেশকে অনুসরণ করছে। সর্বোপরি 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' এই ইশতেহারকে বাস্তবায়নের শপথ নিয়ে জাতির পিতার শততম বার্ষিকী তথা 'মুজিব বর্ষ' পালনের দিনগুলোতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রত্যাশিত ঢাকার নবসূচনায় ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ২০০৯-২০১৯ আমলে রাজধানীবাসীর সেবাকে সহজ করার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। বিগত সময়ে ঢাকা দক্ষিণের যে উন্নয়ন হয়েছে, নাগরিক সেবার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নে যেসব প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা-কে বদলে দেওয়ার ধারা সূচীত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

বিগত ১১ বছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন -এর অর্জন ও সাফল্য

এলইডি বাতি স্থাপনঃ

- নাগরিকদের পর্যাপ্ত আলোতে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দে চলাফেরার লক্ষ্যে অকেজো সড়ক বাতি পরিবর্তন ও প্রয়োজনীয় নতুন বাতি সংযোজনে বিগত চার বছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে আধুনিক প্রযুক্তির ৪১,১৩৩টি এলইডি সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে।
- নবগঠিত ১৮টি ওয়ার্ডে ১৫,০০০টি এলইডি বাতি স্থাপনের কাজ চলছে।

রাস্তা, নর্দমা, ফুটপাথ উন্নয়ন ও সংস্কারঃ

- সরকার ও কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৬৬৯.৯১ কিলোমিটার রাস্তা, ৬৩১.৭০ কিলোমিটার নর্দমা, ১৩৩.১৬ কিলোমিটার ফুটপাথ নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে।
- প্রায় ৬০০ কিলোমিটার রাস্তা, ৫০০ কিলোমিটার নর্দমা এবং ১০০ কিলোমিটার ফুটপাথ নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে।

পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস নির্মাণঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক দয়াগঞ্জে নির্মিত আধুনিক পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস উদ্বোধন করা হয়েছে।
- ধলপুর, লালবাগ ও গণকটুলিতে ছয়তলা বিশিষ্ট ৬টি নিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ৬টি নিবাস নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

নবসংযুক্ত ৮টি ইউনিয়নের উন্নয়ন কর্মকান্ডঃ

- ৭৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে শ্যামপুর, দনিয়া, মাতুয়াইল, সারুলিয়া এলাকায় ১৬৭.৮৮ কিলোমিটার রাস্তা, ৮.৮১ কিলোমিটার ফুটপাথ ও ১৭১.৬৫ কিলোমিটার নর্দমা নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে।

- ৫১৫.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মান্ডা, ডেমরা, নাসিরাবাদ ও দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের জন্য ৮১.৩৬ কিলোমিটার রাস্তা, ৬১.৭৯ কিলোমিটার নর্দমা, ৭.৯৫ কিলোমিটার ফুটপাথ, ১২টি আরসিসি ব্রিজ, ৩৮৩ মিটার এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে।
- মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের নিচে যাত্রাবাড়ী হতে জয়কালী মন্দির, সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী ও দয়াগঞ্জ এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা এবং ফুটপাথের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করাসহ যাত্রাবাড়ী মোড় হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা-ডেমরা ত্রিমুখী সড়কের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে নবসংযুক্ত ৮টি ইউনিয়ন উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত হয়েছে।

খেলার মাঠ-পার্ক উন্নয়নঃ

- "জলসবুজে ঢাকা" প্রকল্পের মাধ্যমে পার্ক এবং খেলার মাঠগুলো বিশ্বমানে উন্নীত করার কাজ চলছে। প্রকল্পভুক্ত ১৯টি পার্কের মধ্যে শহীদ বুদ্ধিজীবী আব্দুল খালেক সরদার পার্কের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সিরাজ-উদ-দৌলা পার্ক এবং গুলিস্থান পার্কের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।
- প্রকল্পভুক্ত ১২টি খেলার মাঠের মধ্যে শহীদ আব্দুল আলিম খেলার মাঠের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। রসুলবাগ মাঠ এবং জোড়পুকুর খেলার মাঠের উন্নয়ন কাজও প্রায় সমাপ্ত। অন্যান্য খেলার মাঠ ও পার্কগুলোর উন্নয়ন কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে, যা চলতি বছরেই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে। এসব খেলার মাঠ ও পার্কের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হলে দক্ষিণ ঢাকা সিটি এক নতুন দৃষ্টিনন্দন রূপ লাভ করবে। আধুনিক এসব খেলার মাঠ ও পার্কে ফুল, বিনোদনের রাইড, ওয়াকওয়ে, ব্যায়ামাগার, কফি শপ, গ্যালারী ইত্যাদি নানাবিধ বিনোদন সুবিধা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ঃ

- সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান।
- নগর পরিবহনগুলো ৬টি কোম্পানীর আওতায় এনে ২২টি রুটে পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ধানমন্ডি-নিউমার্কেট-আজিমপুর রুটে চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। চালকদের দক্ষ করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চালক-পথচারীদের সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে শিক্ষার্থীসহ ঢাকাবাসীর অংশগ্রহণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

যাত্রী ছাউনী নির্মাণঃ

- নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২৮টি আধুনিক যাত্রী ছাউনী নির্মিত হয়েছে। আরও ২টির নির্মাণ কাজ চলমান।
- নির্মিত যাত্রী ছাউনিতে ওয়াই-ফাই সুবিধা এবং টিকেট বিক্রয় কাউন্টার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণঃ

- নিরাপদে সড়ক পারাপারের লক্ষ্যে নতুন ৮টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৭টি নির্মাণাধীন রয়েছে।
- পুরনো ১৬টি ফুটওভার ব্রীজের সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে।

যানজট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপঃ

- নগরীর বিভিন্ন স্থানে ২০.৩০ কিলোমিটার রোড মিডিয়ান নির্মাণ এবং ফুটপাথে ১৭.০৮ কিলোমিটার গার্ড রেইল স্থাপন, ১০ কিলোমিটার রাস্তায় রোড মার্কিং, ১২২টি জেব্রা ক্রসিং ও ২২০ টি ট্রাফিক সাইন স্থাপন করা হয়েছে।
- ৭ কিলোমিটার রোড মিডিয়ানের সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে।
- ৪০টি ট্রাফিক সিগন্যাল সচল করে এগুলোতে সোলার প্যানেল, কাউন্ট-ডাউন টাইমার ও অটো ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯টি সিগন্যাল পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ২১৯.৫৩ কিলোমিটার প্রতিবন্ধীবান্ধব ফুটপাথ নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে।
- নগরীর ৮টি স্থানে ৫৬০টি অনস্ট্রীট পার্কিং চালু করা হয়েছে।
- ১৮টি ইন্টারসেকশন উন্নয়ন এবং ১২টি নতুন ইন্টারসেকশনে ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন করা হয়েছে।

পুরনো ঢাকার আবাসিক এলাকা হতে কেমিক্যাল কারখানা স্থানান্তর প্রক্রিয়াঃ

- ঢাকার অভ্যন্তরে কেমিক্যাল ব্যবসায়সহ মজুদকারী প্রতিষ্ঠানের সংগঠিত অগ্নিকান্ড থেকে ঢাকা'র জনজীবন অধিকতর নিরাপদ করার লক্ষ্যে টাস্কফোর্স পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ প্রতিষ্ঠান সিলাগালা, জরিমানা আদায়, দু'শতাধিক প্রতিষ্ঠানের পরিসেবা সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়।
- মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে ৩১০ একর জায়গায় কেমিক্যাল পল্লী গঠনের কাজ চলছে। এটি সমাপ্ত হলে কেমিক্যাল ব্যবসা উক্ত স্থানে পুরোপুরি স্থানান্তর হবে।
- অগ্নি দুর্ঘটনা রোধ ও নির্বাপন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কর্পোরেশন ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জোরদার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- সিটি কর্পোরেশনের সুপারিশে পুরনো ঢাকার বাবুবাজার ব্রীজের নিচে একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের কাজ চলছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ

- তিন বছর পূর্বে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কর্মস্থলে হাজিরা নিশ্চিত করতে 'সিম ট্রাকিং' চালু করা হয়। বর্জ্যের কন্টেইনারগুলো সড়কে বা ফুটপাথে রাখার পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা হিসেবে ২১টি সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) নির্মাণ করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ভৌত-অবকাঠামোর উন্নয়ন, তত্ত্বাবধান ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের জবাবদিহীতা জোরদার করা হয়েছে।
- পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সমাজের সকল স্তরের মানুষদের সম্পৃক্ত করে প্রতীকী পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়- যা গৌরবদীপ্ত 'গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' অর্জন করে।
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা থেকে প্রতিদিন প্রায় ৩০০০ টন গৃহস্থালী বর্জ্য অপসারণ করা হচ্ছে। এছাড়া ৮০০টি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিদিন ১০ টন ক্ষতিকর মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিবেশসম্মত পরিশোধন ও অপসারণ করছে।

বর্জ্য অপসারণে মাতুয়াইল ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণঃ

- বর্তমানে ব্যবহৃত মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলে বর্জ্য অপসারণের সুযোগ সীমিত হওয়ার আগেই 'মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণসহ ভূমি উন্নয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে

অবৈধ বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন অপসারণঃ

- জন নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ প্রায় আড়াই হাজার অবৈধ বড় বিলবোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত অবৈধ ব্যানার, ফেস্টুন অপসারণ করে শহর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সচেষ্ট রয়েছে।

সৌন্দর্যবর্ধনে ডিজিটালাইজড এলইডি বিলবোর্ড স্থাপনঃ

- নগরীর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রেখে ব্যবসায়ীদের পণ্যের প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ যেমন পান্থকুঞ্জ পার্ক, গাউছিয়া মোড়, রাসেল স্কয়ার, তাঁতিবাজার মোড়, ইত্যাদি এলাকায় ৯টি বড় ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপনসহ সহস্রাধিক বক্স এলইডি বোর্ড বসানো হয়েছে। এ সকল বিলবোর্ডে সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড প্রচারিত হচ্ছে।

অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স অটোমেশন ও ট্রেড লাইসেন্স সেবাঃ

- সম্মানিত করদাতাগণ অতি সহজেই ঘরে বসে যাতে হোল্ডিং ট্যাক্স এবং ট্রেড লাইসেন্স ফি প্রদান করতে পারেন সে লক্ষ্যে অটোমেশন পদ্ধতিতে অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি গ্রহণ ও নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- পৌরকর মেলার আয়োজন করে মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে পৌরকর পরিশোধ সহজতর করা হয়েছে।

বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণঃ

- সদরঘাট এলাকায় একটি ৬ তলা বিশিষ্ট ভবন আধুনিকায়ন করে বৃদ্ধাশ্রম চালু করার কাজ চলমান রয়েছে। এটি চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে।

বিনামূল্যে দাফন ও শেষকৃত্য'র ব্যবস্থাঃ

- নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে কর্পোরেশনের কবরস্থানে দাফন এবং শ্মশানঘাটে শেষকৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখাসহ বেওয়ারিশ লাশ দাফনের ব্যয় কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা হচ্ছে।

খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযানঃ

- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে নিয়মিত খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে। এসব অভিযানকালে ১৩৫টি সরকারি ও ১৯টি বেসরকারি কাঁচাবাজার ক্ষতিকারক রাসায়নিক প্রয়োগ ও ভেজাল মুক্ত করা হয়েছে।

আর্বজনা অপসারনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণে জেট এন্ড সাকার মেশিন সংযোজনঃ

- অত্যাধুনিক "কোল্ড মিলিং মেশিন" এবং ড্রেনে জমাটবদ্ধ হয়ে থাকা আর্বজনা অপসারনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে "জেট এন্ড সাকার মেশিন" ব্যবহার করা হচ্ছে।

গণসৌচাগার নির্মাণঃ

- নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য এ পর্যন্ত ২৫টি স্বাস্থ্যসম্মত গণসৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। পুরনো ৭টি গণসৌচাগার সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া আরও ৩০টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- জলসবুজে ঢাকা প্রকল্পের আওতায় নির্মাণধীন ১৯টি পার্ক ও ১২টি খেলার মাঠেও পাবলিক টয়লেট সুবিধা যুক্ত রয়েছে।

মশক নিধন কার্যক্রম:

- মশকের বংশ বিস্তার রোধ ও মশকের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে লার্ভিসাইডিং স্প্রে এবং ফগিং এর নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে।
- এছাড়া গণসচেতনা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম:

- নাগরিকদের সামাজিক নানা অনুষ্ঠান সম্পন্নের লক্ষ্যে ছয়তলা বিশিষ্ট কয়েকটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। মেয়র মোহাম্মদ হানিফ কমিউনিটি সেন্টারের কাজ চলছে। এছাড়া বহুতল বিশিষ্ট খলিল সরদার এবং শায়েস্তা খান কমিউনিটি সেন্টারের নির্মাণ কাজ চলমান।
- আজিমপুর কবরস্থানে অত্যাধুনিক 'মেয়র মোহাম্মদ হানিফ জামে মসজিদ' নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া আরও ৩টি অত্যাধুনিক কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ এবং বাসাবো ও সূত্রাপুর কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার করা হয়েছে।
- ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি মিরনজল্লা সুইপার কলোনীতে ১টি মন্দির নির্মাণ, পোস্তগোলা শ্মশানঘাট সংস্কার করা হয়েছে।
- জুরাইন ও মুরাদপুর কবরস্থান উন্নয়নের কাজ চলছে।
- ২১টি ব্যায়ামাগার, ১২টি সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র উন্নয়নে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের মাধ্যমে বেওয়ারিশ লাশ দাফনের ব্যয়ও কর্পোরেশন তহবিল থেকে বহন করা হচ্ছে।
- সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তরুণদের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে ১২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১,৫০০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে "ঢাকা উৎসব-২০১৭" আয়োজন করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কল্যাণ কর্মসূচি:

- জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১,৫০০ বর্গফুট আয়তন পর্যন্ত ফ্ল্যাট-বাড়ীর হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ করা হয়েছে।
- আজিমপুর ও জুরাইন কবরস্থানে দাফনের জন্য স্থান নির্দিষ্টকরণ, তাঁদের ও তাঁদের সন্তানদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার অর্ধেক ভাড়ায় ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

খাল দখলমুক্তকরণ ও সংস্কার:

- মান্ডা খাল অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। কুতুবখালী খাল পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।
- এছাড়া ঢাকা জেলা প্রশাসন, ওয়াসার সাথে সমন্বয় করে হাজারীবাগের কালুনগর খালসহ অন্যান্য খাল উদ্ধারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধঃ

- ডেঙ্গু আক্রান্তদের জন্য কল সেন্টারের মাধ্যমে বিনামূল্যে ঔষধসহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং ডেঙ্গু পরবর্তী শারিরীক যন্ত্রনা নিরসনে বাড়িতে ডাক্তার পাঠিয়ে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপী চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা। চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত দু'হাজারের বেশী রোগীকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঔষধসহ চিকিৎসাসেবা, ফিজিওথেরাপী দেয়া হয়েছে। আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ২৩ লাখ রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। কর্পোরেশনের ইতিহাসে এসব আয়োজন ব্যতিক্রমধর্মী।
- মাতুয়াইলে মা ও শিশু মাতৃসদন নির্মাণ করা হয়েছে।

অস্থায়ী কোরবানি পশুর হাটের ও কোরবানির বর্জ্য অপসারণঃ

- পবিত্র ঈদ-উল আযহা উপলক্ষে কোরবানির পশুর হাটের বর্জ্য এবং কোরবানিকৃত পশুর বর্জ্য দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ জনস্বাস্থ্যের জন্য জরুরী। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ঈদ-উল আযহায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে নগরীর কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করে নগরবাসী, গণমাধ্যমসহ সকল মহলের প্রশংসা অর্জন করেছে।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনাঃ

- প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রশমন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ৩টি ওয়্যার হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে।
- ভূমিকম্প ও অন্যান্য দূর্যোগে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৫টি ওয়ার্ডে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- নগরাঞ্চলে দূর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটির ৪টি এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আধুনিক জবাইখানা নির্মাণঃ

- হাজারীবাগ ও কাপ্তান বাজারে ২টি অত্যাধুনিক জবাইখানা নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে এবং চলতি বছরের মধ্যেই এগুলোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নঃ

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা, লোকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম, ই-টেন্ডারিং, লাইভ মনিটরিং চালু করা হয়েছে।
- প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে নগর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সেবা প্রদান সংক্রান্ত কল সেন্টার চালু করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু জলবায়ু উদ্বাস্তু আশ্রয় কেন্দ্রঃ

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া নাগরিকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করা হবে। ইতোমধ্যে সদরঘাটে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বাজেটে এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) নির্মাণঃ

- ইতোমধ্যে ২২টি এসটিএস নির্মাণ করে উদ্বোধন করা হয়েছে। আরো কয়েকটির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ডিএসসিসি ও প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে প্রতিদিন প্রায় ৯৫০টি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে ১০টি কাভার্ড ভ্যানের মাধ্যমে প্রায় ১২ টন ক্ষতিকর মেডিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিশোধন করা হচ্ছে।

বাজার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নঃ

- কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন মার্কেট নির্মাণ, বিদ্যমান মার্কেটের সংস্কার ও উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে চাঁনখারপুল মার্কেট, ঢাকেশ্বরী রোড সাইড মার্কেট, সিদ্দিক বাজার, কাপ্তান বাজার মুরগীপট্টি, ইসলামবাগ, ফুলবাড়িয়া-২ এবং ঢাকা ট্রেড সেন্টার মার্কেট নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- আজিমপুর রোড সাইড মার্কেট, বঙ্গবাজার, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এবং ডেমরা রোড সাইড মার্কেটের টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া আরো ৮/১০ টি মার্কেটের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

যে সকল স্থাপনা পূর্বের দুরবস্থা থেকে বর্তমানে দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছেঃ

১. ডগাইর নূর মসজিদ রোড, সারুলিয়া
২. মোহাম্মদবাগ পাকার মাথা, শ্যামপুর
৩. মাতুয়াইল মেডিকেল রোড, মাতুয়াইল
৪. স্টাফ কোয়ার্টার হতে গরুর হাট রোড, সারুলিয়া
৫. রায়েরবাগ প্রধান সড়ক, দনিয়া
৬. রানীমহল রোড, সারুলিয়া
৭. ডগাইর নতুন পাড়া, ইসলামবাগ ও সালামবাগ এলাকা, সারুলিয়া
৮. কুদার বাজার রোড, দনিয়া
৯. মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম সড়ক, মাতুয়াইল

নিম্নবর্ণিত দৃষ্টিনন্দন ও আন্তর্জাতিক মানের পার্কসমূহ নির্মাণ করা হয়েছেঃ

১. আউপ স্টাফ কোয়ার্টার পার্ক, ধলপুর
২. নবাবগঞ্জ পার্ক, লালবাগ
৩. সিক্কাটুলী পার্ক, বংশাল
৪. রসুলবাগ শিশু পার্ক
৫. জোড়পুকুর খেলার মাঠ, খিলগাঁও
৬. কলাবাগান মাঠ
৭. বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আলাউদ্দিন পার্ক, বাসাবো
৮. শহীদ আব্দুল আলীম খেলার মাঠ, লালবাগ।
৯. মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন পার্ক, গেন্ডারিয়া

ঢাকা দক্ষিণের নগরবাসীর প্রতি আমার আবেদন

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আলোকোজ্জ্বল পথে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় ১১ বছর পূর্ণ হয়েছে। সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও লক্ষ শহীদের স্বপ্নসাধ 'সোনার বাংলা' এবং বর্তমান তারুণ্যের আকাঙ্খা বাস্তবায়নে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার পথে দারপ্রান্তে। মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত বাড়ছে। অমিত সম্ভাবনাময় এই ধারাকেই আমি বেগবান করে উন্নত ঢাকা গড়তে চাই ।

আমি বিশ্বস্ততার সাথে আপনাদের মতামত নিয়ে মিলেমিশে কাজ করতে চাই। আমাকে মেয়র নির্বাচিত করলে ঢাকাবাসীর জন্য আগামী পাঁচ বছরের প্রতিটি দিন ব্যয় করবো।

জনগণের চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী আধুনিক নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অনেক সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা রয়েছে। আমি ছোট বেলায় বাবা-মাকে হারিয়ে শত প্রতিকুলতাকে মোকাবেলা করে বড় হয়েছি। শিখেছি কিভাবে সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হয়। এই কর্মজজ্ঞে আপনাদের সহযোগীতা আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তারুণ্যের শক্তিকে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮ এর ইশতেহারে 'তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' স্লোগান তুলে ধরেছিল। এই স্লোগান সামনে নিয়েই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে বিশেষত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ করে চলেছেন। ২০০৮ সাল থেকে টানা তৃতীয়বারের মত জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার জনকল্যাণমুখী ও সুসমন্বিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, সৎ ও ন্যায়বিচারভিত্তিক গণতান্ত্রিক দেশ বিনির্মাণের পথে জাতিকে অগ্রসরমান রেখেছেন।

২০২০ ও ২০২১ সাল আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বছর। ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে "মুজিব বর্ষ" এবং ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে "সুবর্ণ জয়ন্তী" উদ্‌যাপনের দ্বারপ্রান্তে সমগ্র জাতি। সমগ্র জাতির সাথে আমিও ইতিহাসের এই মহেন্দ্রক্ষণ উদযাপনের মাধ্যমে ইতিহাস বিনির্মাণের গর্বিত অংশীদার হতে চাই।

"আমাদের ঢাকা, আমাদের ঐতিহ্য" এই স্লোগানে জনকল্যাণমুখী ও সুসমন্বিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে উন্নত ঢাকা হিসাবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। এই ঢাকা'র সকল নারী-পুরুষ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মই আমার চলার পথে আস্থা, শক্তি ও সাহস। তাদের উদ্দেশ্যেই ঢাকা দক্ষিণের মেয়র প্রার্থী হিসাবে আমি আমার নির্বাচনী ইশতেহার ২০২০ উৎসর্গ করলাম।

এই ঢাকা আমাদের সবার প্রাণের ঢাকা। আমি আশা করি, আগামী ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে আমাকে **নৌকা মার্কায়** ভোট দিয়ে উন্নত ঢাকা গড়ে তুলতে সুযোগ দিবেন।

জয় বাংলা,

জয় বঙ্গবন্ধু

শুভেচ্ছা নিরন্তর, অনবরত, অবিরল ধারায় . . .

(শেখ ফজলে নূর তাপস)
ব্যারিস্টার-এট-ল
মেয়র প্রার্থী, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন